অপহরণের নাটক সাজানো সেই কথিত রহিমা খাতুন উদ্ধার

বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শেষে পরিশোধ না করতে পেরে অপহরণের নাটক সাজানো সেই কথিত রহিমা খাতুন কে উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। ঢাকার কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, দামুড়হুদা উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের মৃত আবু বক্করের স্ত্রী রাহেলা খাতুন (৬৫) গত ১৯ জুন সন্ধায় সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, তার মেয়ে রুবিনা খাতুন (৩০) তার স্বামী রাসেল (৩৫) ও তিন সন্তানসহ গত ১৫ জুন দুপুর ১২ টার দিকে নিখোজ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ১৯ তারিখ বেলা সোয়া ৫ টার দিকে রুবিনা তার ০১৭৫৪৬২৯৫৬৯ নম্বর দিয়ে তার ভাই আসাদুজ্জামানকে ০১৭২৩২০৩১১৯ নম্বরে কল দিয়ে বলে তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল পাড়াস্থ ডিজিটাল মোড়ে সাইদুরের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের নির্দেশে এস আই নিতিশ চন্দ্র সেখানে গিয়ে তল্লাশী চালিয়ে ঘটনার কোনো সত্যতা পাইনি।

প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট সন্দেহ হওয়ায় তাৎক্ষনাত বিষয়টা চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারকে জানানো হলে তার নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে এসআই নিতিশ চন্দ্র তদন্ত শুরু করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের এসআই নিতিশ চন্দ্র ও তার চৌকস টিম গত ২২ তারিখে ভিকটিমের লোকেশন নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফোর্সসহ রওনা হয়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন এলাকা থেকে ভিকটিম উদ্ধার করে বুধবার (২৩ জুন) চুয়াডাঙ্গ সদর থানায় হাজির হন।

উদ্ধারকৃত কথিত অপহৃত ভিকটিমকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে যে, তাকে কেউ অপহরণ করেনি। সে ও তার স্বামী পাওনাদারদের চাপে এবং ওনাদারদের হাত থেকে বাচার জন্য এই

মিথ্যা নাটক সাজিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার নিরাময় ক্লিনিকের মালিক সাইদুরের নিকট থেকে উল্লেখিত কথিত ভিকটিম ও তার স্বামী সম্পূর্ণ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁরই নিকট আত্মীয় সাইদুরের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। সাইদুর পাওনা টাকার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে রুবিনা ও তার স্বামী
- রাসেল এই অভিনব নাটক রচনা করে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কথিত অপহৃত ভিকটিম কে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।এবিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।উদ্ধারকৃত রহিমা খাতুন এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

তরল অক্সিজেন চলবে আর মাত্র ৩দিন

করোনার থাবায় বিপর্যস্ত ঝিনাইদহ জেলায় প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এমন পরিস্থিতিতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা বিভাগে জায়গা হচ্ছে না রোগীদের। ফলে অনেককেই মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তরল অক্সিজেন যা আছে তাতে চলবে মাত্র তিন দিন। এ নিয়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সদর হাসপাতালে করোনা বিভাগে গত এক সপ্তাহ আগে ৫০টি শয্যার বিপরীতে স্থান সংকুলান না হওয়াই আরও ২০ টি শয্যা বাড়ানো হয়। বর্তমানে এ বিভাগে ৭০ শয্যার বিপরীতে ভর্তি রয়েছে ৬৮ জন। এর মধ্যে ৫১ জনের করোনা পজিটিভ এবং ১৭ জনের উপসর্গ রয়েছে। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৩টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এ নিয়ে আক্রান্তে সংখ্যা দাঁড়াল ৩ হাজার ৭১১ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৮৯২ জন। মোট জেলায় মারা গেছেন ৭৮ জন। এমন পরিস্থিতিতে চিন্তিত সচেতন মহল। তারা বলছেন, দিন দিন জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে

থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্ট হবে। আগামীতে কী হবে, তা ভাবতেই ভয় লাগছে। তবুও মানুষ সচেতন হচ্ছে না। এমনকি লকডাউনও মানছে না অনেকে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. হারুন-অর-রশিদ জানান, হাসপাতালে প্রতিদিন নতুন নতুন করোনায় আক্রান্ত রোগী হওয়ায় চিকিৎসক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এতো মানুষকে একসঙ্গে চিকিৎসা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বেশ কয়েকজন মেডিকেল কর্মকর্তা চেয়ে আবেদন করা হলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও কাজে যোগদান করেননি।

হাসপাতালের তত্বাবধায়ক আরও বলেন, ‘বর্তমানে হাসপাতালে ১ হাজার ৫০০ লিটার তরল অক্সিজেন রয়েছে। এটা দিয়ে আগামী তিনদিন চলবে। তবে রোগীদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে এর আগেই অক্সিজেন শেষ হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘রোগী বাড়তে থাকলে হাসপাতালের অবস্থা আরও প্রকট হতে পারে। হয়তো অন্যান্য সেবা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এ বিষয়েও স্বাস্থ্য অধিদফতরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় শতভাগ করোনা শনাক্ত তথ্যটি সঠিক নয়

চুয়াডাঙ্গায় ২৪ ঘণ্টায় শতভাগ করোনা শনাক্তের তথ্যটি সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন জেলার সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান। তিনি বলছেন, র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ১১০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৪১ জনের করোনা শনাক্ত করা হয়েছে।

শনাক্তের হার ৩৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। এ ছাড়া পিসিআর ল্যাবে ৯১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৪৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৫৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ। জেলায় গড় শনাক্তের হার ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

তবে এর আগে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাঠানো তথ্যে জানানো হয়েছিল, চুয়াডাঙ্গায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জনের নমুনা

পরীক্ষায় সবারই করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার শতভাগ। ওই ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছিল।

এরপর এ সংক্রান্ত খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

তবে সিভিল সার্জন জানালেন, ওই তথ্য সঠিক নয়। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের পাঠানো তথ্য আরও জানানো হয়েছিল, জেলায় মোট শনাক্ত দুই হাজার ৮৩৭ জন। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেঁড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১ জনে।

ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউডেশনে’র উদ্যোগে সরকারি যাকাত ফান্ড ও কল্যাণ ট্রাষ্টের চেক বিতরণ

ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউডেশন ঝিনাইদহ শাখা’র উদ্যোগ ২৪ জুন সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি যাকাত ফান্ড ও ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্টের চেক দূস্থ অসহায় ও অসচ্ছল ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক, মোঃ ইয়ারুল ইসলাম , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ সেলিম রেজা,, ভুটিয়ারগাতি আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান।

সরকারী যাকাত ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত ৩,৯৪,৪৩৪/- টাকা যাকাতের নির্ধারিত খাতে ঝিনাইদহ জেলার প্রতিটি পৌরসভা ও ইউনিয়নে ১জন করে মোট ৮৩ জন দুস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রতি উপজেলা থেকে ২জন করে ৬ উপজেলায় মোট ১২ জনকে সুদমুক্ত ঋণ বাবদ ১,৪৪,০০০/- টাকা ও আর্থিক সাহায্য

প্রতি উপজেলা থেকে ৯ জন করে মোট ৫৪ জনকে ২,১৬,০০০/- টাকাসহ সবর্মোট ৭,৫৪,৪৩৪/- টাকা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেক প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে ২৪ঘন্টায় আরও ৩ জনের মৃত্যু আক্রান্ত-৭৩

ঝিনাইদহে নতুন করে আরও ৭৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। ২৪ ঘন্টায় ১৪৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৭৩ জনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ৫১ দশমিক ০৪ ভাগ।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে আসা নমুনার ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত রোগির সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৭’শ ১১ জনে। এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় কনোরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৩ জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭৮ জন।
এদিকে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে জেলাব্যাপী কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মাঠে রয়েছে।
জেলায় এ পর্যন্ত মোট সুস্থ্য হয়েছে ২৮৯২ জন । শহরে মাইকিংসহ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হচ্ছে। ২২ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত লকডাউন চলবে। এসময় বন্ধ থাকবে দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল, হোটেল-রেস্তোরা ও গণপরিবহণ। তবে খোলা থাকবে ঔষধের দোকান ও কাচামালের দোকান। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। লকডাউন কার্যকরে শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউনের প্রথম দিন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন

করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ১৪ দিন কঠোর লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার লকডাউনের প্রথম দিন মেহেরপুর জেলায় শতভাগ লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত শুধুমাত্র কাঁচাবাজার ও মুদিদোকান খোলা ছিল। দুপুর ১২টার পর থেকে ওষধের দোকান ছাড়া আর কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকতে দেখা যায়নি। একই চিত্র দেখা গেছে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামগুলোতেও।

এদিকে লকডাউনের প্রথম দিন সকাল থেকে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ছেড়ে যায়নি দুরপাল্লা ও আন্ত:জেলার কোন বাস। তবে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও করোনা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। যেগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব পালন করবেন। প্রসঙ্গত, প্রতিদিনই মেহেরপুর জেলায় প্রায় অর্ধশত জন করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন। কোনভাবেই এ সংক্রমণ ঠেকানে যাচ্ছে না। ফলে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয়।

মৃতব্যক্তির সহি-স্বাক্ষর জালিয়াতি, জমি দখলের চেষ্টা প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মৃতব্যক্তিসহ ১১ ভাইয়ের সহি জালিয়াতি, জোরপূর্বক সীমানা পিলার উঠিয়ে জমি দখলের চেষ্টা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া গ্রামের মৃত আফছার উদ্দিন খাঁ এর ছেলে মহিউদ্দিন খাঁসহ তার ১১ ভাই। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনাতনে এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিউদ্দিন খাঁ।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলেন, আমার পিতার ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজায় আর এস চুড়ান্ত ৫২ নং খতিয়ানে ২৮৪ দাগে ৯৬ শতক জমি ছিল। তার মধ্যে আমার পিতার দেওয়া আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ এর নামে দলিলকৃত ৭৯ শতক জমি রয়েছে। বাকি ১৭ শতক জমি আমাদের ১১ ভাইয়ের নামে।
এরই মাঝে আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ একটি গ্যাস কোম্পানীর কাছে আমাদের না জানিয়ে আমাদের নিজ নামীয় জমি ব্যবহার করে এবং আমাদের সহি জাল করে বন্টনকৃত ক্ষতি পূরণের অর্থ হাতিয়ে নেয়।
তিনি আরও বলেন, ১৯৮৪ সালে আমার ভাই আব্দুল কুদ্দুস খাঁ মারা যায় এবং আমার মৃত ভাইয়ের নাম নকল সহি করে ২০১৪ সালে। বাকি আমাদের ১০ ভাইয়ের সহি নকল করে একই সালে টাকা উত্তোলন করে।
এ ঘটনা পরবর্তীতে অবগত হওয়ার পর উক্ত জালিয়াতির বিষয় আমরা সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে জানানোর পর তারা উক্ত বিষয়ে কোন কর্নপাত করে না। পরে এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা দায়ের করি। যার মামলা নং-৩০৩/২০।
মামলার সমন জারির হওয়ার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ নামায় আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে ৭৯ শতক জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাকি ১৭ শতক জমিতে পিলার পুতে দেওয়া হয়। কিন্তু এরই মাঝে চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখে বেলা অনুমান বেলা ১১ টায় আমাদের মিমাংসাকৃত ১৭ শতক জমির পিলার জোরপূর্বক উপড়ে নিয়ে যায়। বিষয়টি জানার পর এ ঘটনায় আমার ভাই খাইরুল ইসলাম বাদি হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

এছাড়াও আমরা জানতে পারি, আমাদের খাঁ গোষ্টির সম্মানীত লোকদের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক) এ অশ্লীল ভাষায় মিথ্যা অপপ্রচার করে। আমার সৎ ভাই আব্দুল মতলেব, শের আলী খাঁ এবং মুরাদ আলী খাঁর ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু, কামাল খাঁ ওরফে ফিটু, বিপুল খাঁ এবং তাদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী প্রকৃতির বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দিয়ে সমাজে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এবং মারপিট করার বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ভুক্তভোগি পরিবারটি।

মুজিবনগরে লক ডাউনের প্রথম দিন জীবন যাত্রা প্রায় স্বাভাবিক

মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৫ দিনের কোঠর লকডাউন আরোপ করেছে জেলা প্রশাসন তারইভিত্তিতে প্রথম দিন আজ।

তবে প্রথম দিনেই সকাল থেকে দুপুর ১২ টা প্রযন্ত মুজিবনগরের চিত্র অনেকটাই স্বাভাবিক দেখা গেছে। জেলা প্রশাসনে নির্দেশনা অনুযায়ী দুপুর ১২ টার মধ্যেই সকল দোকানপাট বন্ধ হতে দেখা গেছে। অটোরিক্সা, পাখী ভ্যান খুব একটা চলতে দেখা যাচ্ছে না। অতি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে বের হতে দেখা যায় নি। তবে সকাল থেকে পুলিশ সদস্যদের তদারকি করতে দেখা গেছে।

এছাড়া ট্রাফিক পুলিশ ও অভিযান অব্যাহত রেখে চলেছে। যারা মটরসাইকেল নিয়ে বাইরে অযাথা ঘুরাঘুরি করছে এবং যাদের গাড়ির প্রয়োজনীও কাগজ নেই তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কেদারগন্জ বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক।

উল্যেখ্য,লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র জরুরী কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা যাবে। এছাড়া হোটেল রেস্তোরা সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, কাঁচাবাজার সীমিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে। এছাড়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সকল ধরণের চায়ের দোকান, ইজিবাইক চলাচল, পাখি ভ্যান চলাচল । মোটরসাইকেলে শুধুমাত্র চালক

একা চলাচল করতে পারবে। রিক্সাতে জরুরী প্রয়োজেনে এক জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির কমিটির এক জরুরী (জুম) সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের ৭২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগি সংগঠন দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসুচী পালন করে।

বুধবার সকালে দলীয় অফিসে জাতীয় ও দলীঢ পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, সন্ধ্যায় আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল ও কেক কাটা হয়। আলোচনা সভায় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতিত্বে দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী। বিশেষ অতিথি ছিণেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সহ সভাপতি খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক কাজী রবিউল হক। পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকেরর উপস্থাপনায়

আরো বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল

মালেক,ঠান্ডু রহমান পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মহিদ,জেলা মৎসজীবি লীগের আহ্বায়ক শাহাবুল হক,

পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, কৃষ্ণ বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু মুসা, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, মহাসিন কামাল, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান,

মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সাহিদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল হক তবা, পরিমল ঘোষ কালু, সোনাউল্লাহ,জাহাঙ্গীর হোসেন,দিনেশ বিশ্বাস,শহিদুল মোল্লা, যুবলীগ নেতা সাজ্জদুল ইসলাম স্বপন,শিলকন জোয়ার্দ্দার, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা শাহিনকলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, পৌর ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নাহিদ হাসান তমাল,আলম হোসেন, সৈকত খান,কাজী চন্দন,মৃডেল মৃধা, পাপ্পু, মুক্তার আলী প্রমুখ।

গাংনীতে ভবনের সিলিং ধ্বস! দুর্ঘটনার আতঙ্ক

বুধবার বিকেল ৫:৩০ মিনিট। হঠাৎ বিকট শব্দে চমকে উঠেন কার্যালয়ের কর্মচারীগণ। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটে এসে দেখতে পান বিশাল আকৃতির সিমেন্ট ঢালাইয়ের একটি খন্ড সিলিং ধ্বসে নিচে মেঝেতে পড়ে আছে। সেখানে রাখা একটি মটর সাইকেলের কিছু অংশ ভেঙে চৌচির। এর নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে ঘটে যেতে পারত নির্মম কেনো দুর্ঘটনা।

গত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথমার্ধে নির্মিত ভবনটিতে নির্মাণোত্তর কোন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ভবনে বর্তমানে ঝুকি নিয়ে চলছে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রকল্প ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়। প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মত গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রম।

ঘটনাকালে অদূরে বসেই কাজ করছিলেন নৈশ প্রহরী কাম ঝাড়ুদার মহিবুল ও নকল নবীশ মিজান।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মিজান বলেন, “অল্পের জন্য বেচে গেছি। মটর সাইকেলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর নিচে দন্ডায়মান যে কেউ থাকলে দুর্ঘটনার পড়তেন ।” উপজেলার সর্বাধিক লোক-সমাগমের দিক থেকে অগ্রগণ্য এই ভবনটি।

এই বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা জানান, “গাংনী পুরো জেলার অর্ধেকটা নিয়ে গঠিত একটি উপজেলা। এই কার্যালয় ভবনটি জন-সমাগম, রাজস্ব আহরণ, কর্মসংস্থান ও গুরুত্বের বিচারে প্রণিধানযোগ্য। দুঃখজনক হলেও সত্য, গত প্রায় চার দশকে এর যথাযথ সংস্কারে কেউ কাজ করেনি। তাই আজ এই বেহাল দশা। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে যোগদান করেই গণপূর্ত অধিদপ্তরের জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের কাছে পত্রযোগে সংস্কারের আহবান জানাই। লকডাউন ও মহামারিতে কাজ না হলেও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব শম্ভু পাল আন্তরিক ছিলেন এবং ৪ লাখ ৭০ হাজার ৩২ টাকার কার্যাদেশ অনুমোদন করেন এবং অল্প সময়ে বেশ কিছু সংস্কার কাজ করে দেন।

একই সময়ে উপজেলা পরিষদকেও কিছু সংস্কারের বিষয়ে অবহিত করা হলে ইতিবাচক আশ্বাস পাওয়া যায়। এ উদ্যোগ বিগত সময়ে কোন অফিসার নেননি বা স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্বশীল কেউ সংস্কারে এগিয়ে আসেননি। যার ফলশ্রুতিতে আজ এই দুর্ঘটনা। ভবনটির ছাদে পচা পাতা ও পানি জমে এই ঘটনাটি ঘটতে পারে। এজলাস ও খাসকামরায় এরূপ ফাটল ও ভেজা দৃশ্য ছিল। গতবছর তা মেরামত করা হয়। খাদ্য গুদামের পেছনে নতুন কার্যালয় ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও এযাবৎ আলোর মুখ দেখেনি। ভবনটি সংস্কারের অযোগ্য হলে গণপূর্ত তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে পারে। আর যদি সংস্কারযোগ্য হয় তবে অবিলম্বে সংস্কার শুরু করাই একান্ত কাম্য।” এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত মটর সাইকেলটির খোজ নিয়ে জানা যায় এটি নকল নবীশ হাফিয আল আসাদের। অস্থায়ী নকলকরণ পেশায় নিয়োজিত আসাদের জন্য এই ক্ষতি যেন মরার উপর খাড়ার ঘা।

কার্যালয়টিতে বর্তমান সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে জনাব মো. মাহফুজ রানা যোগদানের পর বেশ কিছু সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। ভবনের সামনে ফুলের বাগান, হাত ধোয়ার বেসিন, পতাকা স্ট্যান্ড, সিঁড়ি, বারান্দা, এজলাস, কক্ষসমূহ টাইলসকরণ; ডিজিটাল সিরিয়াল সিস্টেম ডিসপ্লে স্থাপন, দরজা জানালা মেরামত সহ ভবনের ভেতর ও বাহিরে রঙ করা ইত্যাদি কাজ ভবনটির প্রায় ধ্বংসাবস্থাকে কিছুটা হলেও আড়াল

□□□□□□